The Pre-Socratic Period
প্রাক সক্রেটিস / প্রাক সোফিস্ট / আইওনিক / মিলিটাস / মিলেসিয়ান সম্প্রদায়

(a) Ionian School

Q: 1) 'জলই জগতের মূল' — থেলিসের এই মতবাদের স্বপক্ষে অ্যারিস্টটলের যুক্তিগুলি কী কী?
['Water is the basic stuff the Universe' — What are the arguments advanced by Aristotle in favour of this view of Thales.]

Or

থেলিসের দার্শনিক মতবাদ সম্বন্ধে একটি সুস্পষ্ট ধারণা দাও। [Give a clear idea of the Philosophical view of Thales.]

Ans: প্রাচীন গ্রীকের প্রাক-সক্রেটিস (বা প্রাক-সোফিস্ট যুগের) দার্শনিকদের বলা হয় 'আইওনিক সম্প্রদায়ভুক্ত' দার্শনিক। এদের আইওনিক সম্প্রদায়ভুক্ত বলার কারণ হল এরা এশিয়া মাইনরের অন্তর্গত সমুদ্র উপকূলবর্তী গ্রীক উপনিবেশ আইওনিয়ার অধিবাসী। আবার এরা মিলিটাস নগরের অধিবাসী ছিলেন বলে এদের মিলিটাস দর্শনসম্প্রদায়ভুক্ত দার্শনিক ও বলা হয়। এই প্রাক-সোফিস্ট যুগের প্রথম তিনজন দার্শনিক হলেন, — ① থেলিস (Thales) ② অ্যানাক্সিমিনিস (Anaximenes) এবং ③ অ্যানাক্সিম্যান্ডার (Anaximander)। বর্তমানে আমরা থেলিসের দার্শনিক মতবাদ সম্পর্কে আলোচনা করব।

থেলিস ছিলেন সর্বাধিক প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক

পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস রচয়িতাগণ এশিয়া মাইনরের অন্তর্গত মিলিটাস রাজ্যের অধিবাসী থেলিসকেই সর্বাধিক প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকের মর্যাদা দিয়েছেন। গ্রীক দর্শনের ইতিহাসে যে 'সপ্ত-জ্ঞানীর' উল্লেখ পাওয়া যায় তাদের মধ্যে অন্যতম জ্ঞানী ব্যক্তি থেলিস ছিলেন সবার শ্রদ্ধার পাত্র।

অ্যারিস্টটল কৃত থেলিস এর মতবাদের ব্যাখ্যা

প্রখ্যাত গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটল তাঁর মেটাফিজিক্স গ্রন্থে লিখেছেন যে মিলিটাসের থেলিস জগতের আদি কারণকে 'জল' বলে উল্লেখ করেছেন। সকল পার্থিব বস্তুর উৎপত্তি এবং পরিণতি হল 'জল'। পৃথিবী হল একটি সমতল চাকতি — যা জলের উপর ভাসমান অবস্থায় আছে। থেলিসের লেখা কোন গ্রন্থ না থাকায় অ্যারিস্টটলের রচনাকেই থেলিসের বক্তব্যের ব্যাপারে প্রামাণ্য বলে মনে করা হয়। তবে অ্যারিস্টটল থেলিসের দার্শনিক মতবাদের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন সেসব ব্যাখ্যা ও অ্যারিস্টটলের নিজস্ব ব্যাখ্যা, থেলিসের কোন লেখনী ভিত্তিক ব্যাখ্যা নয়। অ্যারিস্টটল মনে করেন যে, সব পুষ্টিকর পদার্থের মূলে আছে আদ্রতা এবং এর থেকে তাপও উদ্ভূত হয়। অ্যারিস্টটলের ভাষ্য সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে Burnet বলেন, থেলিসের পরবর্তী অপর এক মিলিটাস সম্প্রদায়ভুক্ত দার্শনিক অ্যানাক্সিমিনিস বায়ুকেই সব কিছুর আদি কারণ বলেছেন। এই ব্যাপারটির দ্বারা প্রভাবিত হয়েই অ্যারিস্টটল থেলিস-এর জলকে জাগতিক বস্তুর আদি কারণ রূপে ব্যক্ত করার হেতুটি অনুমান করেছেন, তাঁর মতে, বায়ু হল জলের বাষ্পীভূত রূপ। কাজেই মূলত জলের দ্বারাই জীবজগতের প্রাণ ধারণ সম্ভব হয়েছে।

জগৎকে একটিমাত্র আদি উপাদানের সাহায্যে ব্যাখ্যা

অবাস্তব বা অলৌকিক পৌরাণিক কাহিনীকে পরিহার করে প্রকৃতি জগতের মৌলিক উৎস সন্ধানের মধ্যে থেলিস-এর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর আভাস পাওয়া যায়। একটিমাত্র আদি উপাদানের সাহায্যে জগৎকে ব্যাখ্যা করার প্রচেষ্টার জনকরূপে তাঁর মতবাদের যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। Zeller-এর মতে একটিমাত্র উপাদানকে

JANUARY 2020

Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

সকল জাগতিক বস্তুর উৎসরূপে চিহ্নিত করে থেলিস সর্বপ্রথম জাগতিক বস্তুর ঐক্য বিষয়ে চিন্তাভাবনার গোড়াপত্তন করেন। বহু জাগতিক বস্তুর বৈচিত্র্যপূর্ণ রূপকে একটি মাত্র আদি উপাদানের সাহায্যে ব্যাখ্যা করার মধ্যে যথেষ্ট সাহসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়, সব কিছুই জল থেকে উৎপন্ন হওয়ায় বৈচিত্র্যের মধ্যে এক সুমহান ঐক্য ব্যাখ্যাত হয়েছে। জগতের অসীম বৈচিত্র্যের মধ্যেও সংহতি পরিলক্ষিত হয় এবং এই অনুমান থেকেই সম্ভবত থেলিসের দার্শনিক চিন্তার সূচনা হয়েছে। গ্রীক দর্শনের ইতিহাস রচয়িতা Burnet বলেছেন যে, থেলিস জলকে আদি উপাদান বলে ঘোষণা করার ফলে তার পরবর্তীকালের দার্শনিকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ যে দার্শনিক সমস্যাটি দেখা দিয়েছিল তা হল — বিশ্বের সব কিছুই একটি মাত্র সত্তা থেকে উদ্ভূত হয় কিনা। 'সব কিছুই জল' — এই উক্তির মধ্যে কার্য-কারণ তত্ত্বের স্বীকৃতির প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

চুম্বক লোহাকে আকর্ষণ করে

অ্যারিস্টটলের একটি উদ্ধৃতি থেকে জানা যায়, থেলিস জগতের সবকিছুকেই ঈশ্বর নয় বলে মনে করতেন। এছাড়া চুম্বক লোহাকে আকর্ষণ করে বলে জগতের সকল বস্তুতেই তিনি প্রাণের উপস্থিতি অনুভব করেছিলেন। এই অভিমতই পরবর্তীকালে সর্বপ্রাণবাদ নামে পরিচিত হয়েছে।

থেলিস ও পাশ্চাত্য দর্শনের আদি জনক

সবশেষে বলা যায়, জগতের অনন্ত বৈচিত্র্যের মাঝে একটি অনন্য ঐক্যসাধন নীতি বা উপাদানের কথা ঘোষণা করে থেলিস গ্রীক দর্শন তথা সমগ্র পাশ্চাত্য দর্শনের আদি জনকের সম্মান লাভ করেছেন।

সমালোচনা :-

থেলিস অবাস্তব বা অলৌকিক পৌরাণিক কাহিনী ও ধর্মীয় অন্ধ বিশ্বাসকে যথাসম্ভব পরিহার করতে চাইলেও দর্শনকে, দর্শন আলোচনাকে সঠিক অর্থে যুক্তিভিত্তিক বা বিজ্ঞান-সম্মত করতে পারেন নি। তিনি যুক্তিহীন ভাবেই জলকে জগতের আদি কারণ বলে উল্লেখ করেছেন; কিন্তু এই যুক্তির সপক্ষে তিনি কোন সঙ্গত ব্যাখ্যা দেন নি। যে সব ব্যাখ্যার উল্লেখ করা হয়েছে সে সবই পরবর্তী কালের গ্রীক দার্শনিকদের; বিশেষত অ্যারিস্টটল প্রদত্ত ব্যাখ্যা।

পরিশেষে ~~আমরা বলতে পারি~~, উপরিউক্ত সমালোচনা সত্ত্বেও আমরা বলতে পারি, গ্রীক দর্শনের চূড়ান্ত উৎকর্ষের মূল নিহিত আছে থেলিসের অপরিণত কিন্তু বিজ্ঞানভিত্তিক জড়বাদ সম্মত দর্শনে। কাজেই থেলিসের দার্শনিক মতবাদকে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ মতবাদ বলা যেতে পারে।

JANUARY 2020

Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

5) Q: মানুষের মধ্যে উদ্বৃত্ত বা অতিরিক্ত বলতে রবীন্দ্রনাথ কী বুঝিয়েছেন or ব্যাখ্যা কর।
(surplus in man)

Or- What is freedom? Discuss Tagore's view of ~~Bi-popu~~ "Bi-Polar" existence of man with reference to freedom.

Ans: রবীন্দ্রনাথ তাঁর "Religion of Man" গ্রন্থের 'surplus in man' প্রবন্ধে ব্যক্তি স্বাধীনতা তথা মানুষের উদ্বৃত্তকে সুন্দর ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি যে শুধুমাত্র একজন দার্শনিকই ছিলেন তাই নয়, তিনি একাধারে কবি, সাহিত্যিক, গীতিকার, নাট্যকার, সঙ্গীতজ্ঞ এবং চিত্রশিল্পী হিসেবেও সমাদৃত পরিচিত ছিলেন। তিনি তাঁর প্রবন্ধে মানুষ কি? মানুষের আসল সত্তাটাই বা কি? এই প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন জগতেরই পরিপ্রেক্ষিতে। তাঁর মতে মানুষকে জানতে হলে, এই জগতের তাৎপর্য বুঝে এই জগতের পরিপ্রেক্ষিতে মানুষকে জানতে হবে। তাঁর মতে, মানুষের ধর্ম হল মানবতার ধর্ম। অর্থাৎ এই মানবধর্মকে জানতে হলে জগৎকে জানতে হবে, জগতের মানুষগুলিকে জানতে হবে। তা না হলে ব্যক্তি কখনই তার ধর্মকে জানতে পারবে না। রবীন্দ্রনাথ সব মানুষের ধর্মের কথা বলেছেন বলে তিনি একজন দার্শনিক।

রবীন্দ্রনাথের মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী

রবীন্দ্রনাথ দার্শনিক ছিলেন, তাই তিনি মানুষের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেছেন, শুধু নিজের দৃষ্টিকোণ থেকেই নয়, এই দৃষ্টিভঙ্গী সমস্ত মানবের

এবং সর্বজন সুখাপ্রাপ্ত। রবীন্দ্রনাথকে তাই মানবতাবাদী ও

বলতে পারি, কারণ তিনি মানুষের কথাই বলেছেন, বলেছেন এবং মানুষের সত্তাকে সর্বোচ্চ বলেছেন। এই সর্বোচ্চ সত্তাকে লাভ করার জন্য প্রয়োজন মানুষের বিভিন্ন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করা।

মানুষের দুটি সত্তা

রবীন্দ্রনাথ উদ্বৃত্ত বা surplus -এর দিক থেকে মানুষের স্বরূপকে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি তিনি মানুষকে ব্যাখ্যা করেছেন মানুষেরই দুটি সত্তার পরিপ্রেক্ষিতে। সত্তা দুটি হল, — (1) জৈবিক সত্তা বা প্রয়োজনীয় জগৎ (Physical Existence) এবং (2) সৃজনশীল সত্তা বা পারমার্থিক জগৎ বা অপ্রয়োজনীয়তার জগৎ (spiritual Existence), — এই দুটি সত্তার সাহায্যেই মানুষ তার নিজের জীবনকে সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে পারে। মানুষের জৈবিক সত্তার সাহায্যে মানুষ দৈনন্দিন জীবনের খাওয়া - পরা, চাওয়া- পাওয়া প্রভৃতি নিয়ে বেঁচে থাকে। আর সহজাত প্রবৃত্তির সাহায্যে আচার-ব্যবহার করে থাকে, যেমন, পশু তার আচার ব্যবহার করে থাকে সহজাত প্রবৃত্তির বশে। কিন্তু পশুর সাথে মানুষের পার্থক্য হল মানুষ তার চেষ্টার ফলে তার সহজাত প্রবৃত্তির দ্বারা লব্ধ আচার-ব্যবহারে পরিবর্তন সাধিত করতে পারে; কিন্তু পশু তা পারে না।
×[মানুষের চিন্তার স্বাধীনতা আছে, ইচ্ছা বা মনের স্বাধীনতা আছে, এমনকি মানুষের সৃষ্টির স্বাধীনতাও আছে। একেই কবিগুরু বলেছেন, "Freedom of will, freedom of mind and freedom of creation."।]×

মানুষ জৈবিক সত্তা বা physical এর দিক দিয়েই যুক্তিযুক্ত

মানুষ জৈবিক আর্তিকে নিয়েই যুক্তিযুক্ত। তার এই জগতের কাছে তারও চাওয়া-পাওয়া আছে। ~~সব সত্তা~~ এই চাওয়া-পাওয়ার বা

চিন্তার স্বাধীনতার মধ্যে তার আর একটি সত্তার

কথা বলে আসে। সেই সত্তাটি হল সৃজনশীল সত্তা বা আধ্যাত্মিক সত্তা (Spiritual Existance)। রবীন্দ্রনাথ এই সৃজনশীল সত্তার নিদর্শন গ্রহণ করেছেন অথর্ববেদ থেকে, ×(এই মানুষই অনুভব করে তার প্রয়োজনের চেয়ে সে অনেক বড়, তার মধ্যে আছে এক সৃজনশীল শক্তি আছে — সে গান গাইতে পারে, কবিতা লিখতে পারে, নাচতে পারে, ছবি আঁকতে পারে ইত্যাদি। এই সত্তায় আমাদেরকে প্রয়োজনের সীমায় বাঁধি থাকতে দেয় না।)× এই সত্তার সাহায্যে মানুষ সত্য, ন্যায়, বন্ধুত্ব, সহানুভূতি ও কর্তব্যবোধের মধ্যে দিয়ে সমস্ত মানুষের সাথে মিলে মিশে থাকতে পারে। যা পশুরা পারে না, কারণ পশুদের মধ্যে কোনো কল্পনা শক্তি নেই, যে কল্পনা শক্তি মানুষের মধ্যে বিরাজমান। আর এই শক্তির সাহায্যেই মানুষ সকলকে একাত্ম ভাবে দেখে থাকে, কাউকে সে ছোট করে দেখে না, এর উদাহরণ হিসাবে আমরা বলতে পারি বিবেকানন্দ ও ঠাকুর রামকৃষ্ণের কথা, যারা সকল মানুষকে একই ভাবে দেখেছেন, সকলের সেবা ও কল্যাণের কথা ভেবেছেন। যদি মানুষের মধ্যে চিন্তার স্বাধীনতা না থাকত তাহলে এমন মনিষীদের সন্ধানই পেতাম না।

মানুষের উদ্বৃত্তের প্রসঙ্গে বলেছেন

আচার্য রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'Surplus in Man' ~~গ্রন্থে~~ প্রবন্ধে মানুষের উদ্বৃত্তের বা Surplus - প্রসঙ্গে বলেছেন, মানুষ দেহের গঠনের দিক থেকে পশুর চেয়ে অনেক সুবিধা পেয়েছে। যেমন;- সোজা হয়ে দাঁড়ানোর জন্য দুটি পা, কর্মের দুটি হাত এবং মুক্ত করে দেখার শক্তি। এরই সাথে মানুষ পেয়েছে তার কল্পনা শক্তি, যার দ্বারা সে সমস্ত দৈহিক বাধা অতিক্রম করতে পারে। যদিও দৈহিক দিক থেকে বা দৈহিক শক্তির দিক থেকে পশুর চেয়ে মানুষের শক্তি কম, তবুও দৈহিক

গঠনের ক্ষেত্রে মানুষ যে স্বাধীনতা পেয়েছে, পশু তা পায়নি, যার ফলে পশু মানুষের চেয়ে অনেক অসহায় জীব।

দেহের গঠনের স্বাধীনতা

রবীন্দ্রনাথ মানুষের দেহের গঠনের স্বাধীনতা স্বীকার করেছেন একটি বিশেষ তাৎপর্যের মধ্যে। মানুষের দেহের স্বাধীনতাটি তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে এই কারণেই যে মানুষের মধ্যে আছে অসীম সৃজনশীল শক্তি - আর যেটি হল তার স্বাধীনতা, তার বাড়তি ~~বা উদ্বৃত্ত~~, যাকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন উদ্বৃত্ত বা Surplus। এই উদ্বৃত্তের প্রকাশ ঘটত না যদি মানুষের দুটি হাত ও দৃষ্টিশক্তি ওতপ্রোত ভাবে যুক্ত না থাকত, ঠিক একভাবেই আমরা বলতে পারি যে, হাতের নৈপুণ্য, চোখের দৃষ্টি সবটুকুই নিরর্থক হত যদি মানুষের সৃজনশীল শক্তি বা কল্পনাশক্তি না থাকত। রবীন্দ্রনাথ তাই দেহ ও মনকে সুন্দর ভাবে তাৎপর্য দিয়েছেন। কারণ মানুষ এই সৃজনশীল সত্তা বা কল্পনার স্বাধীনতাকে প্রয়োগ করেই হয়ে ওঠে একজন শিল্পী, চিত্রকর, কবি, সাহিত্যিক প্রভৃতি। মানুষে মানুষে যে অবাধ মেলামেশার স্বাধীনতা, মানুষের ~~স্বাধীনতা~~ মনের স্বাধীনতা, ভালবাসার স্বাধীনতা বা সহানুভূতির স্বাধীনতা — এগুলিকেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন মানুষের উদ্বৃত্তের প্রকাশ বা Surplus in Man।

দুটি প্রকাশ
কাজের প্রকাশ এবং
মুক্তির প্রকাশ

মানুষের নিজেকে সম্পূর্ণ ভাবে গড়ে তুলতে হবে, নিজেকে সম্পূর্ণ হয়ে উঠতে হবে দুটি সত্তাকে নিয়ে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, মানুষ পৃথিবীতে এসেছে অসম্পূর্ণ হয়ে। সেই জন্যে মানুষ প্রতিটি মুহূর্তে, বিভিন্ন কাজের মধ্যে ভুল করে থাকে। মানুষ উদ্বৃত্তের যে শক্তি পেয়েছে তার দ্বারাই এই ভুলের মধ্যে দিয়েই তার নিজের ছবি তৈরী করে ~~নেয়~~ যায়। এই তৈরী হওয়ার ধারাকেই তিনি বলেছেন, মানুষের স্বাধীন ক্ষমতা (Divine gift)। এই স্বাধীনতার